International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-I, January 2021, Page No. 80-84
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.1-8

বৈদিক যুগের সঙ্গীত

সুপর্ণা পতি
স্টেট এইডেড কলেজ টিচার-, সঙ্গীত বিভাগ, ভট্টের কলেজ, দাঁতন, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract :

Music is one of the best sciences of love and devotion of all time, of all countries, of all people, it is acknowledged by all scholars. The saints say that just as a lamp is needed to illuminate the house, so the music as well as knowledge of swara (tone) is needed to illuminate the soul, that is, to know the nature of the soul. Music is not just an art, it is also a science. Many ages have passed since the development of this science-based art. Sounds and melodies were first uttered in human voices, then came the language of speech. The unity and multiplicity of melody is music. There are two aspects of our expression - words and melody. These two together create the feeling. Music has been called "Bramha Vidya"(Theology). Western prophets have brought Muse, the daughter of a Greek god, to interpret music. But if observed directly, music is the science of man and this science is the creation of man. To determine the origin of Indian music, it is necessary to determine the dawn of Indian civilization. The Vedic civilization is well known as the original civilization of India. However, archeological discoveries at Mohenjo-daro and Harappa in 1922 suggest that ancient civilizations developed here even before the Vedic period. This is known as Indus civilization or pre-Vedic civilization. According to most historians, the development of this pre-Vedic civilization or Indus civilization took place between 3000 and 2500 BC. Many specimens of musical art from Harappa and Mohenjo-daro have been excavated. As a result, a harmonious form of music and dance has been identified in India even before the Vedic period. Although the pattern of musical pursuits found in the Indus Valley is reminiscent of a coherent musical art, there is no significant evidence that Indian music has continued to flow since the Indus Valley era. For not getting the musical history of the period between the Indus Valley Civilization and the Vedic Civilization, we have to identify the Samveda of the Vedic Age as the source of Indian music. The genre of music has gradually become sophisticated and advanced beyond the Vedic age and has spread to different levels of society. The subject of music in the Vedic period is briefly reviewed in terms of the form of music prevalent in the society at that time.

Key words: Vedic age, Sangeet, Rik, Sama, Swara

আনুমানিক প্রায় পাঁচ হাজার বছর অর্থাৎ বৈদিক যুগের পূর্বে সঙ্গীতের ইতিহাস আমাদের কাছে অনেকটা রহস্যাবৃত। তৎসময়ের সঙ্গীতের কোন সঠিক ইতিহাস না জানা থাকলেও মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা ও চানহুদাড়োর প্রাচীন গুহা গাত্রের ভাস্কর্য থেকে তৎকালে যে সঙ্গীত প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সিন্ধু উপত্যকা ভারতীয় সভ্যতার যে আদিভূমি সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। এই সিন্ধু উপত্যকাতেই সর্বপ্রথম হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো নগরদ্বয় স্থাপিত হয়েছিল খননকার্যের দ্বারা ওই অঞ্চলে ৩০৭ মাইলের মধ্যে এরূপ উচ্চ সভ্যতায় বিকশিত ও উন্নত আরো একশোটি নগর আবিষ্কৃত হয়েছিল বলে জানা যায়। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর স্যার জন মার্শালের তত্ত্বাবধানে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো খননকার্যের ফলে স্যার জন মার্শাল, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,দয়ারাম সাহানি প্রমূখ প্রত্নতাত্ত্বিকগণ গবেষণা করে সিন্ধু সভ্যতা যে প্রাক্-বৈদিক সভ্যতা-এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। বৈদিক যুগের আগেই ভারতবর্ষে সঙ্গীতের প্রসার ঘটেছিল। কারণ হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো থেকে সঙ্গীত কলার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এই নিদর্শনগুলির মধ্যেই সে যুগের সঙ্গীত ও নৃত্য কলার একটা সুসম্বন্ধ রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন খনন কার্যে প্রাপ্ত সাতটি ছিদ্র যুক্ত বাঁশি, মৃদঙ্গ, ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক তন্ত্রী যুক্ত বীণা, সীলমোহরে খোদাই করা নৃত্যের বিবরণ, চামড়ার তৈরি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র , ব্রোঞ্জের নৃত্যশীলা নারী মূর্তি প্রভৃতি থেকে গবেষকগণ নানা ধরনের অভিমত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ তৎকালীন জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, পূজা, যুদ্ধ প্রভৃতি তে সঙ্গীতের শ্রেনীবিভাগের কথাও বলেছেন। এমনকি সেই সঙ্গীতের প্রভাবে নানা অলৌকিক ঘটনাও ঘটত। খনন কার্যে প্রাপ্ত বাদ্যযন্ত্রাদি পর্যালোচনা করে অনেকে মনে করেন সে সময় সঙ্গীতে চার স্বরের ব্যবহার ছিল। এছাড়া এই নিদর্শনগুলোর মধ্য দিয়ে সে যুগের সঙ্গীত ও নৃত্যকলার একটা সুসম্বন্ধ রূপের পরিচয় মেলে। খোদাই করা তন্ত্রবাদ্য তথা অবনদ্ধ ও নৃত্যরতা ভাস্কর্য তৎকালীন সঙ্গীতের পরিচয় বহন করলেও উপযুক্ত তথ্যের অভাবে তখনকার সঙ্গীতের গীতরীতি তথা প্রকৃতি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাই ভারতীয় সঙ্গীতের উৎস হিসাবে সামবেদকেই চিহ্নিত করতে হয়।

বৈদিক যুগের সময়কাল নিয়ে নানা মতানৈক্য বর্তমান। তবে সমস্ত বিচার বিশ্লেষণ করে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, খ্রী: পূ: দ্বিতীয় সহস্রাব্দ থেকে প্রথম সহস্রাব্দ হল বৈদিক যুগের সময়কাল। আর্যদের প্রাচীনতম গ্রন্থ হল বেদ। এই বেদ চার প্রকার যথা - ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব । শুনে শুনে শিখতে হত বলে বেদের অপর নাম শ্রুতি। প্রত্যেক বেদ আবার দুটি অংশে বিভক্ত - সংহিতা ও ব্রাহ্মণ। বৈদিক যুগে ঋত্বিক ব্রাহ্মণদের দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানে 'সামগান' করা হত। 'সাম' বলতে সাম বেদকে বোঝায়। ঋক্ বেদের মন্ত্রসমূহের গেয় রূপকে সাম বেদ বলে। 'সাম' শব্দের উৎপত্তি নিয়ে অনেক মত পার্থক্য আছে। কেউ কেউ সাম্য বা সমতা থেকে সাম শব্দের উৎপত্তি ধরেছেন - কারন বিভিন্ন ছন্দের মধ্যে সমতা রক্ষা করে গান করার নাম সাম। আবার কারও কারও মতে তৎকালে ষড়জ্ ও মধ্যম গ্রামে গান করা হত। এই দুটি গ্রামের আদ্যক্ষর নিয়ে 'সাম' শব্দের উৎপত্তি।

সাম বেদকে আনুষ্ঠানিক বা যজ্ঞীয় সংহিতাও বলা হয়। সাম অর্থে স্বরযুক্ত ঋক্ও। অর্থাৎ ঋক্ ছন্দের উপর সুর সংযোজিত হয় এবং তা থেকেই সামগানের বিকাশ। তাই সাম অর্থে স্বরযুক্ত ঋক্ এবং স্বরযুক্ত ঋক্ বা সামের সমষ্টিই সামবেদ। সামবেদের স্তোত্র গুলির সংখ্যা ১৮১০ বা ১৮০৮। যাগ-যজ্ঞের সময় সামগগণ এগুলি গাইতেন। সামবেদের সংহিতা অংশ মোটামুটি দু-ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের নাম 'আর্চিক' এবং দ্বিতীয় ভাগের নাম 'স্তোভিক' । আর্চিক-এর ৫৮৫ টি সূক্তের মধ্যে ৫৩৯ টি এবং স্তোভিক- এর ১২২৩ টি সূক্তের মধ্যে ৭৯৪ টি সূক্ত ঋক্ বেদ থেকে নেওয়া হয়েছে। আর্চিক তিন ভাগে বিভক্ত, যথা- পূর্বার্চিক, উত্তরার্চিক এবং অরণ্য সংহিতা। গ্রামগেয়, অরণ্যগেয়, উহ্য এবং উহ (রহস্যগান) - এই চারটি ভাগ নিয়ে সামবেদের গাথা, গান বা সঙ্গীতাংশ রচিত হয়েছে।

পূর্বার্চিক হল মূল সূত্রের সমষ্টি। এর মধ্যে গ্রামগেয় ও অরণ্যগেয় গান অন্তর্ভুক্ত ছিল। গ্রামগেয় গান গৃহবাসীদের জন্য নির্ধারিত ছিল। এই গ্রামগেয় গান থেকেই বৈদিকোত্তর গান্ধর্ব বা মার্গ সঙ্গীতের জন্ম হয় এবং এই মার্গ সঙ্গীত থেকে পর্যায়ক্রমে দেশী সঙ্গীত এবং বর্তমানে প্রচলিত শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বা Claasical Music জন্ম নেয়। অরণ্যগেয় গান অরণ্যবাসী ঋত্বিক ও সামগদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। আধ্যাত্মবাদ এই গানের প্রধান উপজীব্য বিষয়। 'অরণ্য সংহিতা' এই গানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উত্তরার্চিকের গানগুলিকে প্রগাথ বা ত্রিঋচ্ বলা হয়েছে। এগুলিতে তিনটি করে ঋক্ থাকত। উহ্য এবং উহ এরই অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এই গানগুলি মূলতঃ রহস্যাবৃত ছিল। উপনিষদিক গোপনীয় ধর্ম তত্ত্ববিদ সাধক ছাড়া কেউই এই গান গাইবার অধিকারী ছিলেন না।

'স্তোভ' কথার অর্থ প্রশংসা। বৈদিক যুগে দেবতা বা ঋষিদের উদ্দেশ্যে প্রশংসাসূচক গানই হল স্তৌভিক। অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, বিশ্বামিত্র, ভরতদ্বাজ, বশিষ্ঠ প্রমুখ দেবতা ও ঋষিদের উদ্দেশ্যে প্রশংসাসূচক মন্ত্রগুলিই প্রকৃতপক্ষে ঋক্ মন্ত্র। এই ঋক্ গুলি সুর সহযোগে গাওয়া হত। কমপক্ষে দুটি ঋক্ এর সমবায়ে একটি সাম গান উৎপন্ন হত। 'সাম' শব্দের অর্থ সুর বা সুমিষ্ট স্বর। ঋক্ ছন্দের উপর এই সুর সংযোজিত হয়ে সাম গানের বিকাশ ঘটেছে। যাগ-যজ্ঞের সময় অগ্নিকে ঘিরে সাম গান করা হত। আবার যজ্ঞশালার বাইরেও এই গান গাওয়ার রীতি ছিল। বৈদিক যুগে যে ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞানুষ্ঠানে সাম গান গাইতেন তাদের সামগ বলা হত। উপনিষদে সাম গানের সাত প্রকার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। সেগুলি হল- বিনদি, অনিরুক্ত, নিরুক্ত, মৃদু, শ্লক্ষ, ক্রৈঞ্চ ও অপধ্বান্ত। সামগান সাধারণতঃ দু'প্রকারের ছিল। যথা - আভ্যুদ্যায়িক ও আভিচারিক। যাগ-যজ্ঞ, পূজার্চনা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যে গান গাওয়া হত তাকে বলা হত আভ্যুদ্যায়িক। আভিচারিক গানের প্রভাবে মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি মনস্কামনা সিদ্ধ করা হত। বৈদিক গানে সাধারণতঃ তিন, চার বা পাঁচ স্বর পর্যন্ত ব্যবহৃত হতো, তবে ক্রমে ছয় ও সাত স্বরযুক্ত সাম গানেরও বিকাশ ঘটে। পানিনীয় শিক্ষায় উল্লেখিত হয়েছে-

'আর্চিক গাথিকশ্চৈব সামিকশ্চ স্বরান্তরঃ
ঔড়বং ষাড়বশ্চৈব সম্পূর্ণশ্চেতি সপ্তম'।।

অর্থাৎ আর্চিকে একটি, গাথিকে দুটি, সামিকে তিনটি, স্বরান্তরে চার, ঔড়বে পাঁচ, ষাড়বে ছয় এবং সম্পূর্ণে সাত স্বরের ক্রমবিকাশের স্তর দেখা যায় এবং ধীরে ধীরে ১-ম, ২-য়, ৩-য়, ৪-র্থ মন্দ্র ক্রুষ্ট ও অতিস্বার্য - এই সাতটি স্বরের বিকাশ ঘটে। সামপ্রতিশাখ্য পুষ্পসূত্রের ও নারদীয়শিক্ষার আলোচনা থেকে বোঝা যায় - বিভিন্ন বেদ, তাদের শাখা ও ব্রাহ্মণে সাম গানের রূপ ভিন্ন ভিন্ন ছিল। তাদের বিকাশও ভিন্ন ভিন্ন যুগে হয়েছিল। মনে হয়, সেগুলির সম্পূর্ণ বিকাশে শত শত বছর লেগেছিল। স্বরের বিকাশ হয়েছিল মানুষের রুচি ও সৌন্দর্য বোধ বিকাশের স্তরে স্তরে। প্রতিশাখ্য এবং শিক্ষার যুগে পাঁচ থেকে সাত স্বরের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় সাম গানের ভেতর। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, যখন প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতায় দেখা গেছে - এক, দুই, তিন স্বরের বিকাশ, তখন মহেঞ্জোদাড়োতে পাওয়া প্রমানগুলিও ঐতিহাসিকদের মনযোগের দাবী রাখে। ঐতিহাসিকদের এটা অনুসন্ধানের বিষয় যে, বৈদিক যুগেই তিন, পাঁচ বা সাত স্বরের বিকাশ সম্ভব হয়েছিল বা প্রাক্-বৈদিক যুগেই তার সার্থকতা দেখা গিয়েছিল, কিংবা বৈদিক যুগের পূর্ণ বিকাশের প্রতিচ্ছবিই তথাকথিত প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতায় পরিস্ফুট হয়েছিল। ডঃ ফেলবার, ডঃ হুগট, রিচার্ড সাইমন প্রভৃতি মনীষীদের অভিমত এই যে, বৈদিক যুগের বিভিন্ন স্তরে নতুন নতুন শ্রেণীর সাম গানের উদ্ভব হয়েছিল এবং গোড়ার দিকে সাম গানে স্বরমণ্ডলের প্রয়োগ না থাকলেও শেষের দিকে তার সমাবেশ হয়েছিল। স্বরমণ্ডলের পরিচয় দিতে গিয়ে শিক্ষাকার নারদ বলেছেন –

'সপ্ত স্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা মূর্চ্ছনাস্ত্বেকবিংশতিঃ ।
তানা একোনপঞ্চাশদিত্যেতং স্বরমন্ডলম্'।।

অর্থাৎ লৌকিক সাত স্বর, তিন গ্রাম, একুশ মূর্চ্ছনা এবং ঊনপঞ্চাশ তানের সমবেত রূপই স্বরমণ্ডল । কিন্তু ভাববার বিষয় হল - 'সপ্তস্বরাঃ' বলতে নারদ লৌকিক ষড়জাদি সাত স্বরের কথাই বলেছেন, বৈদিক স্বর প্রথমাদির কথা বলেননি। সামগানে লৌকিক স্বরের ব্যবহার হত না। এছাড়া একুশ মূর্চ্ছনা, শ্রুতি, তান প্রভৃতির বিকাশ বৈদিকোত্তর যুগেই সম্ভব হয়েছিল। সুতরাং সামগানে স্বরমণ্ডলের ব্যবহার সম্বন্ধে ডঃ ফেলবার প্রভৃতির মতবাদ কতটুকু সমীচীন তা ভেবে দেখার বিষয়। তবে বৈদিকোত্তর যুগে প্রচলিত সামগানে স্বরমণ্ডলের প্রয়োগ থাকা কিছু বিচিত্র নয়, কারন রামায়ণে, মহাভারতে, হরিবংশে সামগানের উল্লেখ আছে। রামায়ণের সময়ে গান্ধর্ব তথা মার্গ-সঙ্গীতের প্রচলন ছিল, বৈদিক সামগানের অনুশীলন থাকলেও তা অধিক ছিলনা। রামায়ণের বালকান্ডের চতুর্থ সর্গে উল্লেখিত রয়েছে - লব-কুশ গন্ধর্বদের মতো গান্ধর্ব বা মার্গ-সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। সাতটি শুদ্ধ জাতি গানের তখন অনুশীলন হত - 'জাতিভিঃ সপ্তভির্যুক্তম্'। সেই জাতিগান তথা জাতিরাগ গানে মন্দ্র, মধ্য ও তার -এই তিন স্থান, মূর্চ্ছনা,লয়,রস প্রভৃতির সমাবেশ থাকত। রামায়ণে কিংবা পরবর্তী মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতিতে সূক্ষস্বর শ্রুতির বিভাগ ও নামের কোন কথার উল্লেখ কোন স্থানে পাওয়া যায় না। আবার কোন কোন পুরাণে সূক্ষস্বর শ্রুতির উল্লেখ পাওয়া গেছে। তাই মনে করা হয়, সে সময় শ্রুতি বিভাজন প্রণালী ও তাদের প্রয়োগ বিজ্ঞানের অনুশীলন তখন হত না। তবে গান্ধর্ব বা মার্গ শ্রেণীর জাতিগানে মূর্চ্ছনা, মন্দ্রাদি স্থান, রস প্রভৃতির ব্যবহার ছিল এবং তখনকার সময়ে লৌকিক গানের মতো উন্নততর সমাজে সামগানেও স্বরমন্ডলের ব্যবহার করা হত বলে মনে করা হয়।

সামগানে পাঁচ প্রকারের উচ্চারণ ভঙ্গির ব্যবহার হতো - ১) কথা ও স্বরের উপর জোর দেওয়া ২) দুটি উচ্চারণ রীতির ব্যবধান নির্ণয় করা ও তাদের পছন্দমতো সাজানো ৩) স্বরের উচ্চতা ও দীর্ঘতা ৪) কথা বা স্বরের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করা ৫) বিভিন্ন উচ্চতা নির্ণয় করা। এছাড়া সুরের তথা স্বরের বিরাম থাকতো। দন্ড চিহ্ন (।) থাকলেই সুরের সেখানে বিরাম বোঝাত। দুটি দণ্ডের মাঝখানে যে সুর তথা স্বর থাকত তাকে পর্ব বলা হত। এই পর্ব বা মধ্যবর্তী স্বর একবার কিংবা একাধিকবার গীত হত। এক বা একাধিক পর্ব মিলে গানের এক একটি পাদ সৃষ্টি হত। পাদের অংশকে বলা হত বিধা। প্রত্যেকটি বিধায় স্তোভের সমাবেশ থাকত, আবার অনেকক্ষেত্রে থাকত না। বিধা যুক্ত অর্ধেক বা সম্পূর্ণ পাদ গানের নাম 'বিধা-সাম' বা বৈধিক সাম। সামগানে প্রেঙ্খ, বিনত, কর্ষন, অতিক্রম, অভিগীত, প্রভৃতি স্বরোচ্চারণের নির্দেশ বা সংকেত বিশেষ থাকত। সেই সমস্ত নির্দেশ বা স্বরচিহ্ন অনুযায়ী সাম গান গাওয়া হত। সামগানে মন্ত্র- কথা ও স্বরের দ্বারা পুরোপুরি বা আংশিক আবৃত্তিরও ব্যবস্থা থাকত। ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞে সামগানের প্রকৃতি ও পরিবেশন প্রণালী বিভিন্ন ভাবের হত। সোম যজ্ঞে উদগাতাগণ গায়ত্রী ছন্দে ঋক্ গুলি গাইতেন, আর হোতা কেবল সেই ছন্দ গুলি অনুসরণ করে আবৃত্তি করে যেতেন। অধ্যাপক জেকবি, গান ও আবৃত্তির পার্থক্য দেখিয়ে বলেছেন-গানে তাল রাখা হত করতালির সাহায্যে, আর আবৃত্তি করা হত ছন্দের প্রকৃতিকে অনুসরণ করে উচ্চারণের মাধ্যমে। আবৃত্তি প্রধানত-গান্ধার ও মধ্যম অথবা ষড়জ, ঋষভ ও গান্ধার স্বর গুলিকে নিয়ে হত। কেউ কেউ আবার গান্ধার, পঞ্চম ও ধৈবত এই তিনটি স্বরের সাহায্যে আবৃত্তি করতেন। মন্দ্র, মধ্য ও তার এই তিন স্বরস্থানেই আবৃত্তি প্রচলিত ছিল। ছান্দোগ্য -উপনিষদে সাম গানের একটি বিশিষ্ট চিন্তা ধারা এবং ব্যবহারিক উপযোগিতার বর্ণনা আছে। সেখানে গায়ত্র্য-সামকে প্রাণশক্তি বলা হয়েছে। সাধকদের উপাসনার জন্য-রথন্তরসাম অগ্নি, বামদেব্য সাম স্ত্রী-পুরুষ মিথুন, বৃহদসাম আদিত্য, বিরূপসাম মেঘ, বৈরজসাম বসন্তাদি ঋতু, সাক্করিসাম বিভিন্ন লোক, যজ্ঞযজ্ঞেয় সাম দেহের পেশির মধ্যে প্রাণশক্তি প্রভৃতি বাস্তব চিন্তার সামের উদ্দেশ্যমূলক গানগুলির বর্ণনা রয়েছে। রোগ নিরাময়ের জন্য ঋক্ মন্ত্র স্বরযোগে গীত হত। দীর্ঘজীবন লাভের জন্য স্বর যুক্ত দুটি সামগান করে প্রত্যহ তিন অঞ্জলি জলপান করার বিধিও রয়েছে। ছান্দোগ্যের মধু বিদ্যায়ও সামগানের একটি সার্থকতা আছে। ছান্দোগ্যে আলোচিত হয়েছে সঙ্গীতের নাদ উৎপত্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতে গানের ধাতু বা অংশ হিসেবে যেমন মেলাপক্, ধ্রুব, অন্তরা, আভোগ অথবা স্থায়ী, অন্তরা ,সঞ্চারী, আভোগ প্রভৃতির নাম আছে, ছান্দোগ্য-উপনিষদে তেমনি হিংকার, উদগীথ, প্রস্তাব, প্রতিহার ও নিধন এই পাঁচটি ভক্তির উল্লেখ রয়েছে। এই ভক্তি বা অংশগুলি ছিল সামগানের অপরিহার্য উপাদান। ভক্তিকে বিভক্তিও বলা হত। ভক্তির ব্যবহার প্রধান গানেই করা হত। কোন কোন সময়ে প্রণব ও উপদ্রব এই দুটি অধিক অংশকে নিয়ে সাম গানে সাতটি ভক্তির ব্যবহার করা হত। ঔপনিষদিক সাম গানের বর্ণনায় বিশ্লেষণ, বিকার, বিরাম, অভ্যাস এবং লোপের ব্যবহার রয়েছে। পাঁচটি ভক্তি বা পঞ্চ বিধা দ্বারা সাম গানকে গানের উপযোগী করা হত। তার জন্য অর্থশূন্য বা অক্ষর যোজনা করা হত। সেই অর্থশূন্য শব্দ বা অক্ষরগুলির নাম 'স্তোভ'।

এছাড়াও 'ঋক্ প্রতিশাখ্য' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ঋক্ বেদের যুগে কণ্ঠ স্বরের তিনটি ভাগ ছিল, সেগুলি হল-উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত। এই তিনটি ভাগ পরবর্তীকালে উদারা, মুদারা, ও তারা নামে পরিচিত হয়। সামগানে নানা প্রকারের বীণা, দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হত। সে সময় স্বরের বৈদিক পরিভাষা ছিল 'যম' । তৎকালে লয় নির্ধারনেরর জন্য মাত্রার প্রচলন ছিল। মাত্রা ভাগ অনুযায়ী হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত -এই তিনটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। এছাড়া সাতটি ছন্দের ব্যবহার হত। সেগুলি হল - গায়ত্রী, উষ্ণিক্, বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, জগতী ও পংক্তি। সামগানের কাব্যাংশকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে গাওয়া হত, এদের বলা হত ভক্তি বা অঙ্গ। এরূপ পাঁচটি ভক্তি হল -প্রস্তাব, উদগীথ, প্রতিহার, উপদ্রব ও নিধন। এই পাঁচটি ভক্তির সাহায্যে পাঁচ প্রকার সাম গান করা হত। গানগুলির ভেতর ঐক্য চিন্তা ছিল। যেমন - অগ্নিতে অনুষ্ঠেয় কর্ম তথা যাগ-যজ্ঞ সম্পন্ন হত প্রস্তাব ভক্তিতে। অন্তরীক্ষে বা আকাশে উদ্দেশ্য করে ধ্বনিত হত উদগীথ। আদিত্য বা সূর্যকে উদ্দেশ্য করে প্রতিহার ভক্তি গীত হত। পৃথিবী থেকে প্রস্থান করে স্বর্গে অবস্থানকাল সম্বন্ধীয় গীত হল নিধন ভক্তি।

বৈদিক যুগে যাগ-যজ্ঞ ও পূজার্চনা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ছন্দোবদ্ধ গানের সাথে তত্, আনদ্ধ বা অবনদ্ধ, ঘন ও সুষির এই চার প্রকার বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হত। বৈদিক সাহিত্য গুলিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈদিক ব্রাহ্মণ সাহিত্য গুলিতে ক্ষৌনী , আঘাটি, ঘাটলিকা, কান্ডবীণা, বাণ, শততন্ত্রী, ঔদুম্বরী, কাত্যায়নী, পিচ্ছোরা, গোধাবীণা, কচ্ছপী, বিপঞ্চী প্রভৃতি বীণা ও বেনুর নাম পাওয়া যায়। বাণ বীণায় একশটি তারের ব্যবহার হত এবং গোধাবীনা গোসাপের চামড়া দিয়ে তৈরী হত। ভাষ্যকার কর্কের বর্ণনায় 'বাণ' একটি বড় আকারের দণ্ডবীনা। এর তন্তুর সংখ্যা ছিল একশটি। বাণ বিনার দন্ডটি মোটা বেত গাছ দিয়ে নির্মিত

এবং তন্তুগুলি মুঞ্জা ঘাসে তৈরি হত। সামগানে স্বরসৌকর্য সাধনের জন্য বাণবীনা ব্যবহৃত হত। মহাব্রত যজ্ঞে এই বীণা বিশেষ ভাবে প্রয়োগ হত। চর্মাচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র হিসাবে দুন্দুভি, ভূমি-দুন্দুভি ইত্যাদির প্রচলন ছিল। এছাড়া গর্গর, পিঙ্গ, নাড়ী, বনস্পতি, কর্কর, ভেরী, পটহ, তুনব প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋক্ বেদের যুগে ধনু নামে যন্ত্রের নাম পাওয়া যায়, যার জ্যা-তে টঙ্কারের মাধ্যমে শব্দ সৃষ্টি করে শত্রুদের মনে ভয় সঞ্চার করা হত। অনেকের মতে এই ধনু যন্ত্রটি পরবর্তীকালে বেহালা বাদ্যযন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

বৈদিক যুগে সামগানের সঙ্গে নৃত্যের ও প্রচলন ছিল। সে যুগে ঐতিহ্যবাহী সামাজিক ও ধর্মীয় সমারোহে ব্যবহৃত নৃত্যের প্রকৃতির সন্ধান পাওয়া গেছে। অজন্তা, ইলোরা, সাঁচী, অমরাবতী, জাভা, বালি, কোনারক, খাজুরাহ, এলিফেন্টা প্রভৃতি স্থান ও গিরি গুহায় খোদাই করা চিত্র ও ভাস্কর্যের নিদর্শন থেকে ভারতীয় প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র ও নৃত্যের রূপ,প্রকারভেদ এবং প্রয়োগ বিধির আভাস ও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মহাব্রত যজ্ঞে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের পত্নীরা সহ অবিবাহিত কুমারীরা করতালি সহযোগে যজ্ঞাগ্নির চারধারে নৃত্য করতেন। সোম যজ্ঞেও নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ সাহিত্য গুলিতে। এছাড়া অধ্বর্যুর পত্নীরা গোধাবীণা ও কান্ড বীণা বাজিয়ে নৃত্য করতেন এবং অধ্বর্যুরা সাম গান গাইতেন বলে জানা যায়।
বৈদিক যুগেই ভারতীয় সঙ্গীতে স্বর তথা স্বরলিপি আবিষ্কৃত হয়, যা ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। এই স্বরলিপি প্রথমে আরব দেশে এবং একাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে প্রচারিত হয়। এইভাবে ভারতীয় সঙ্গীত বিশ্বের সঙ্গীতাঙ্গনে বিশেষ মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

বৈদিক যুগের সঙ্গীত ধারা বৈদিক যুগ অতিক্রম করে ক্রমশঃ পরিশীলিত এবং উন্নত হয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিস্তার লাভ করেছে। এই সময়ের সঙ্গীত বিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত এবং মনীষীগণ বিস্তৃত আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন যা বর্তমানে সঙ্গীতধারার অন্যতম স্তম্ভ স্বরূপ। বৈদিক যুগ শুধু ভারতের নয়, বিশ্বসভ্যতার একটি স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। এই স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ে রয়েছে সাহিত্য, শিল্প, দর্শনের সঙ্গে সঙ্গীতের স্বাক্ষর।

গ্রন্থপঞ্জী :

১) গোস্বামী. প্রভাতকুমার, ভারতীয় সঙ্গীতের কথা, আদি নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ২০১৬।
২) প্রজ্ঞানানন্দ. স্বামী, ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস, শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা, ১৯৯১।
৩) দত্ত. দেবব্রত, সঙ্গীত তত্ত্ব, ব্রতী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১।
৪) বন্দ্যোপাধ্যায়. শ্রী নীলরতন, সঙ্গীত পরিচিতি, আদি নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ২০০৭।
৫) নস্কর. ডঃ স্বপন, ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিকথা, আদি নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ২০০৯।